ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৫২৬

আগরতলা, ১৬ অক্টোবর, ২০২৪

## প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

গত ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ‘মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেহাল চিকিৎসা পরিষেবা, পথ অবরোধে রোগী, স্বস্তি’ শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো হয়েছে, ‘নীলম চৌধুরী নামে ঐ রোগীনি ১০ অক্টোবর বেলা ১২টা ৪৫ মিনিট মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি দশ দিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। তার জন্ডিস ছিল বলে প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন উপসর্গ ছিল তার। ১১ অক্টোবর বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ তিনি জানান তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক নেবুলাইজেশন এবং অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেন। তারপরও তিনি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করায় আরো উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা যাতে তিনি পান সেজন্য তাকে আগরতলা গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ এন্ড জিবিপি হাসপাতাল অথবা আইজিএম হাসপাতালে রেফার করার পরামর্শ দেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। কিন্তু রোগীর আত্মীয় পরিজন সম্মত হননি এবং এখানেই রেখে চিকিৎসা করার কথা বলেন। শেষপর্যন্ত সেদিন রাতে তারা রোগীনিকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু পরবর্তী সময় জানা যায় রোগীর স্বামী সহ অন্যান্যরা পথ অবরোধে বসেন। রাতেই মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ইনচার্জ ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং রোগীর আত্মীয় স্বজনদের আশ্বস্ত করেন যে মধুপুরে রেখেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। তখন পথ অবরোধ উঠে যায়। পরদিন এসডিএমও ডা. জ্যোতির্ময় দাস হাসপাতালে ছুটে যান। সেখানে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন বিধায়ক অন্তরা দেব সরকার  সহ রোগীনির আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, রোগীনির ডেঙ্গুও ধরা পড়ে। চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে রোগীর শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তাকে উন্নত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। যদিও তার শারীরিক অবস্থার আর অবনতি হয়নি, কিন্তু অবনতি হবার সম্ভাবনার বিষয়টি মাথায় রেখেই কর্তব্যরত চিকিৎসক পরামর্শ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, এই মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বর্তমানে তিনজন চিকিৎসক রয়েছেন। রোগীরা যাতে সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা পান সেদিকে কর্তৃপক্ষের নজরদারি রয়েছে।

********